রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১১, ২০১১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সেতু বিভাগ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ আশ্বিন ১৪১৭/২১ সেপ্টেম্বর ২০১০

এস, আর, ও নং ৩২৫-আইন/২০১০ ।—Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section 23 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর রাজস্ব বাজেটভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) **"কল্যাণ ট্রাস্ট"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট;

(২) **"চাঁদা"** অর্থ বিধি ১০ এর অধীন প্রদেয় চাঁদা;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(৩) **"তহবিল"** অর্থ বিধি ৫ এর অধীন গঠিত কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল;

(৪) **"ট্রাস্টি বোর্ড"** অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(৫) **"পরিবার"** অর্থ—

(ক) কর্মকর্তা বা কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, পিতা, মাতা, সন্তানগণ, দত্তক পুত্র (হিন্দু কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে), এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তানগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার হারাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(খ) কর্মকর্তা বা কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী, সন্তানগণ, দত্তক পুত্র (হিন্দু কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে), এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তানগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী এ বিধিমালার কোন বিষয়ে তাহার স্বামীকে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না;

(৬) **"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ"** বা **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section 4 এর অধীন গঠিত Bangladesh Bridge Authority;

(৭) **"বেতন"** অর্থ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মূল বেতন;

(৮) **"সদস্য"** অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর কর্মরত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী যিনি কল্যাণ ট্রাস্ট্রের সদস্য পদ লাভ করিয়াছেন।

৩। **কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন।**—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট থাকিবে।

৪। **ট্রাস্ট্রের উদ্দেশ্য।**—ট্রাস্টের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরীকালীন সময় কোন কারণে শারীরিকভাবে অক্ষম হইয়া পড়িলে অথবা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য কোন জটিল এবং ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরীকালীন সময় মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(গ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের মেধাবী সন্তানগণের শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য হিসাবে এককালীন মঞ্জুরী বা বৃত্তি প্রদান;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানগণের যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য অলাভজনকভিত্তিতে ক্লিনিক, হাসপাতাল, শিশু পরিচর্যাকেন্দ্র ও দুঃস্থ পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;

(চ) সার্বিকভাবে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের পরিবারের কল্যাণ সাধন;

(ছ) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

৫। **তহবিল গঠন।**—(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে এই বিধিমালার অধীন আর্থিক সহযোগিতা, বিশেষ ভাতা, সুদবিহীন অগ্রিম, স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও কল্যাণমূলক অন্য কোন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক চাঁদা;

(খ) সরকার ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়;

(ঘ) ব্যাংকে জমাকৃত তহবিলের অর্থের উপর অর্জিত সুদ;

(ঙ) তহবিলের অর্থ দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুল, কলেজ, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং ক্লিনিক, হাসপাতাল, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ও দুঃস্থ পরিচর্যা কেন্দ্র হইতে অর্জিত আয়;

(চ) বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ;

(ছ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, অনুদান, চাঁদা ও মঞ্জুরী;

(জ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোন বিদেশী সরকার, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঝ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের অর্থ সম্পাদক ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৪) ব্যাংকে গচ্ছিত তহবিলের সুদ বা লভ্যাংশ ব্যতীত তহবিলের অর্থ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয় করা যাইবে না।

(৫) তহবিলের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিষয় বিবেচনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বিষয়টি ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় পেশ করিতে হইবে এবং বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে তহবিলের কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

৬। **ট্রাস্টি বোর্ড।**—ট্রাস্ট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ট্রাস্টি বোর্ড" নামে একটি ট্রাস্ট বোর্ড থাকিবে, যথা ঃ—

(১)	এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর	..	চেয়ারম্যান
(২)	ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৩)	ডাইরেক্টর (অর্থ ও হিসাব)	..	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৪)	ডাইরেক্টর (পিএন্ডএম)	..	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৫)	ডাইরেক্টর (কারিগরী)	..	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৬)	এডিশনাল ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	সদস্য-সচিব
(৭)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	দপ্তর সম্পাদক
(৮)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (হিসাব ও বাজেট)	..	অর্থ সম্পাদক
(৯)	সভাপতি, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ সমিতি	..	সদস্য।

৭। **ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য ঋণ ও অনুদান গ্রহণ;

(গ) বিধি ২০-এর অধীন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আবেদনপত্র, ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ফরম নির্ধারণ;

(চ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উহা পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন;

(ছ) এই বিধিমালার অধীন আর্থিক সহযোগিতা, বিশেষ ভাতা, সুদবিহীন অগ্রীম, স্বল্পমেয়াদী ঋণ, ইত্যাদির অর্থ উহার প্রাপককে যথাশীঘ্র পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(জ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৮। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৩ (তিন) মাসে ট্রাস্টি বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) ৭ (সাত) দিনের নোটিশে ট্রাস্টি বোর্ডের সভা আহবান করা যাইবে, তবে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার নোটিশে সভা আহবান করা যাইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কোরাম ও সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার প্রতিটি কার্যবিবরণী ধারাবাহিকভাবে একটি গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯। **কমিটি**।—ট্রাস্টি বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

১০। **কল্যাণ তহবিলে প্রদেয় চাঁদা**।—মাসিক চাঁদা হিসাবে প্রত্যেক সদস্যকে তাহার বেতনের শতকরা ১ (এক) ভাগ অথবা পঞ্চান্ন টাকা, ইহার মধ্যে যাহা সর্বনিম্ন, বেতন হইতে কর্তনপূর্বক কল্যাণ তহবিলে জমা করিতে হইবে।

১১। **চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ**।—কোন সদস্য বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য জটিল এবং ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হইলে তহবিল হইতে তাহার চিকিৎসার সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয় বাবদ এককালীন সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে।

১২। **বিশেষ ভাতা**।—কোন সদস্য দাপ্তরিক কাজে আহত হইয়া পঙ্গুত্ব বরণ করিলে অথবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে চাকুরীচ্যুত হইলে, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, উক্ত সদস্যকে কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হইতে এককালীন সর্বোচ্চ ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিশেষ ভাতা প্রদান করা যাইবে।

১৩। **বার্ষিক বৃত্তি প্রদান, ইত্যাদি**।—(১) কোন সদস্যের সন্তানের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হইতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০০/ (পাঁচশত) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে।

(২) কোন সদস্যকে তাহার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাহার কাজের সহিত সম্পৃক্ত উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণার্থে কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হইতে এককালীন সর্বোচ্চ ১০,০০০/ (দশ হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদানসহ মাসিক সর্বোচ্চ ১,০০০/ (এক হাজার) টাকা বৃত্তি প্রদান করা যাইবে।

১৪। **স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনা**।—(১) সদস্যগণের সন্তানদের যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলের অর্থ দ্বারা স্কুল, কলেজ ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করা যাইবে।

(২) সদস্যগণ ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য তহবিলের অর্থ দ্বারা অলাভজনক ভিত্তিতে ক্লিনিক, হাসপাতাল, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ও দুঃস্থ পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা যাইবে।

১৫। **এককালীন অনুদান প্রদান**।—কোন সদস্য তাহার চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ হইবার পর অবসর গ্রহণের সময় বা চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে, তহবিল হইতে এককালীন সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা এবং স্ব-ইচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করিলে এককালীন ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে—

(ক) তহবিলে উক্ত সদস্যের দায়-দেনা ও পূর্বে গৃহীত অগ্রিম এবং বকেয়া চাঁদা, যদি থাকে, উহা সমন্বয় বা কর্তন সাপেক্ষে অবশিষ্ট অর্থ প্রদেয় হইবে; এবং

(খ) উক্ত সদস্যকে কমপক্ষে ১০(দশ) বৎসর নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী সদস্য হইতে হইবে।

১৬। **চিকিৎসার জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদান**।—কোন সদস্য অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের মারাত্মক রোগের চিকিৎসার জন্য এককালীন সর্বোচ্চ ২০,০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত সুদবিহীন অগ্রিম অর্থ প্রদান করা যাইবে যাহা মাসিক ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে কর্তন করা হইবে, তবে সমন্বয় হওয়ার পূর্বে উক্ত সদস্য অবসর গ্রহণ করিলে বা চাকুরী ত্যাগ করিলে বা চাকুরীচ্যুত হইলে অসমন্বিত অর্থ তাহার অবসরকালীন প্রাপ্য সুবিধার অর্থ হইতে সমন্বয় করা হইবে।

১৭। **স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান**।—নিম্নবর্ণিত কারণে কোন সদস্যকে এককালীন সর্বোচ্চ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করা যাইবে:

(ক) তাহার নিজের বা তাহার পরিবারের সদস্যদের চক্ষু, কান, নাক, গলা, দাঁত বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য; এবং

(খ) কোন সদস্যের সন্তানের বিবাহের ব্যয় নির্বাহ কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা আকস্মিক বিপর্যয় মোকাবেলা করিবার জন্য।

১৮। **দাফন-কাফন/সৎকারের জন্য অনুদান**।—কোন সদস্য চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃতের পরিবারকে দাফন-কাফন বা সৎকারের জন্য এককালীন অনুদান বাবদ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা যাইবে।

১৯। **ঋণ পরিশোধ**।—এই বিধিমালার অধীন—

(ক) গৃহীত ঋণ ন্যূনতম মাসিক ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা কিস্তিতে ঋণ গ্রহণের পরবর্তী মাসিক বেতন হইতে কর্তন করা হইবে, তবে ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধ করিত পারিবে, অথবা বিশেষ প্রয়োজনে ট্রাস্টি বোর্ড এইক্ষেত্রে কিস্তির টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে;

(খ) গৃহীত ঋণের উপর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হইবে এবং গৃহীত ঋণের মূল অর্থ (Principal amount) সমন্বয় হওয়ার পর পরবর্তী ০২(দুই) মাসে অতিরিক্ত ০২(দুই) টি কিস্তিতে সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রাপ্য অর্থ কর্তন বা সমন্বয় করা হইবে;

(গ) গৃহীত ঋণ সার্ভিস চার্জসহ, বা অগ্রিম ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) পরিশোধ করিবার পর ০১(এক) মাস অতিক্রান্ত না হইলে উক্ত ঋণ বা অগ্রিম গ্রহণকারী সদস্য কর্তৃক পুনরায় ঋণ গ্রহণের জন্য দাখিলকৃত কোন আবেদন বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে না।

২০। **বিনিয়োগ**।—ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের অর্থ বা উহার অংশবিশেষ সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এইরূপ শিল্প, রিয়েল এস্টেট, কৃষি খামার, মৎস্য চাষ, পেট্রোল পাম্প ও সার্ভিস সেন্টার অথবা সঞ্চয় প্রকল্পের অধীন প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র, মেয়াদী জমা, আই.সি.বি. ইউনিট/বন্ড বা এই ধরনের কোন লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

২১। **তহবিল ব্যবস্থাপনা**।—(১) বিধি ৫(১) উল্লিখিত কোন উৎসর হইতে সংগৃহীত অর্থ ট্রাস্টের নামে জমা হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড উহার সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) অর্থ সম্পাদক প্রতি আর্থিক বৎসরের ১০ জুনের মধ্যে তহবিলের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ও আনুমানিক বাজেট বিবরণী ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন যাহাতে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরের ৩০ জুনের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইতে পারে।

(৩) কল্যাণ ট্রাস্টের যাবতীয় ব্যয়, তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ ও এতদ্‌সংক্রান্ত কার্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব তহবিলের অর্থ ও বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২। **তহবিলের অনুদান, ইত্যাদির জন্য বাছাই কমিটি**।—(১) তহবিলের অর্থ হইতে কোন সদস্য বা তাহার পরিবারকে ঋণ, অনুদান, বিশেষ ভাতা, বৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক কার্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে ঃ

(ক)	এডিশনাল ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	আহ্বায়ক
(খ)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	সদস্য
(গ)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (পিএন্ডএম)	..	সদস্য
(ঘ)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (হিসাব ও বাজেট)	..	সদস্য
(ঙ)	কারিগরী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী প্রকৌশলী	..	সদস্য
(চ)	আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত দুইজন কর্মচারী	..	সদস্য।

(২) বাছাই কমিটি উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করিয়া ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট উহার সুপারিশ পেশ করিবে।

২৩। **কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ।**—(১) তহবিলের অর্থ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড, একান্ত প্রয়োজনীয় হইলে, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৪। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের অর্থ সম্পাদক হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং হিসাবের যাবতীয় খাতাপত্র তাহার তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি বৎসর কল্যাণ ট্রাস্ট্রের হিসাব নিরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক নিরীক্ষণ সংস্থা বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মকে নিয়োগ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন হিসাব নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং ট্রাস্টের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

২৫। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি দাখিল।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি বৎসর মার্চ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময় কল্যাণ ট্রাস্টের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৬। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই বিধিমালার বিধানাবলী কার্যকর করার বিষয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, যে কোন সময়, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হইলে, ট্রাস্টি বোর্ড Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 ও এই বিধির সহিত যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আদেশ জারী করিতে পারিবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
নির্বাহী পরিচালক।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

২৩। **কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ।**—(১) তহবিলের অর্থ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড, একান্ত প্রয়োজনীয় হইলে, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৪। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের অর্থ সম্পাদক হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং হিসাবের যাবতীয় খাতাপত্র তাহার তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি বৎসর কল্যাণ ট্রাস্ট্রের হিসাব নিরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক নিরীক্ষণ সংস্থা বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মকে নিয়োগ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন হিসাব নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং ট্রাস্টের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

২৫। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি দাখিল।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি বৎসর মার্চ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময় কল্যাণ ট্রাস্টের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৬। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই বিধিমালার বিধানাবলী কার্যকর করার বিষয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, যে কোন সময়, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হইলে, ট্রাস্টি বোর্ড Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 ও এই বিধির সহিত যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আদেশ জারী করিতে পারিবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
নির্বাহী পরিচালক।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd